আপনার প্রশ্নের জবাব ?

লেখক

অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ জাফরী

প্রকাশনায়

কাশফুল প্রকাশনী

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾

"তুমি বলো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"

(সূরা আয্ যুমার-৯)

প্রারম্ভিক কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রথমে আল্লাহ্ ছুবহানাহু ওয়াতায়ালার প্রশংসা করছি– যিনি মানব জাতির জীবন চর্চায় বিধি-বিধানরূপে আল কুরআন কারীম নাযিল করেছেন। দরূদ ও সালাম নবী করীম ﷺ এর প্রতি– যিনি আল কুরআন কারীম জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালার একান্ত অনুগ্রহে তাঁর এ বান্দাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দা'ওয়ার কাজে ভ্রমনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। টিভি চ্যানেল এটিএন বাংলায় সাধারণ ইসলাম সম্পর্কিয় আলোচনাসহ নানা প্রকার প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। এ ছাড়াও সমগ্র দেশব্যাপী দা'ওয়া এবং ওয়ায মাহফিল ও অন্যান্য অনুষ্ঠানেও লোকজন নানা প্রশ্ন করে, আমি আমার অর্জিত জ্ঞানের আলোকে প্রশ্নসমূহের জবাব দিয়ে থাকি।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সময়-সুযোগের অভাবে আমার আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর এ যাবৎকাল গ্রন্থনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারিনি। মহান আল্লাহ আমার জীবনের এ পড়ন্ত বেলায় কুরআন-হাদীসভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর গ্রন্থনার সুযোগ দিয়েছেন– আলহামদুলিল্লাহ্।

আমি আল কুরআন কারীমের বাংলা অনুবাদ-কর্ম এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনার লক্ষ্যে অনুলেখক নিয়োগ করেছি। আল্লাহ তায়ালার কাছে এ সকল কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করার সময় ও সুযোগ ভিক্ষা চাইছি। দেশ-বিদেশে আমার বহুমুখী ব্যস্ততার কারণে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির প্রত্যেকটি বাক্য ও শব্দ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখার সুযোগ আমার হয়নি।

সর্বোপরি আমি একজন মানুষ, কাজেই ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে আমি নই। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টিতে কোনোরূপ ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা কুরআন ও

আলোচ্য সূচী — পৃষ্ঠা

আলোচ্য সূচী	পৃষ্ঠা
আল্লাহ তায়ালা কি সর্বত্র বিরাজমান?	১৯
আল্লাহ নিজের হাত-পা ও চোখের কথা বলেছেন	২১
আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর মধ্যে পার্থক্য	২৬
'আল্লাহ' নামের পাশে 'মুহাম্মাদ ﷺ' নাম লেখা	২৭
স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা যায় কি?	৩০
আল্লাহই যথেষ্ট– কিরামান কাতেবীনের প্রয়োজন কি?	৩১
আল্লাহ তায়ালা মানুষের সাথে রয়েছেন	৩৪
আল্লাহর যিক্‌র বলতে কি বুঝায়?	৩৭
কুরআন-হাদীস ও প্রচলিত যিক্‌র	৩৯
আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্‌রে সওয়াব হবে কি?	৪২
'আল্লাহ্' নামের যিক্‌র করা কুরআনের নির্দেশ	৪৩
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' যিকর	৪৫
আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাচ্ছি	৪৬
আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা	৪৮
নবী-রাসূলদের প্রেরণ করার উদ্দেশ্য কি?	৫০
আকীদা-বিশ্বাস কার কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে?	৫২
রাসূলকে সৃষ্টি না করলে পৃথিবী সৃষ্টি হতো না	৫২
রাসূল ﷺ নূরের তৈরী	৫৩

রাসূল ﷺ নূরের তৈরী বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ ৫৮

রাসূলের জন্মদিন পালন করা কি ফরয? ৬৪

রাসূল ﷺ এর সঠিক জন্ম বার কোন্‌টি? ৬৬

রাসূল ﷺ এর জীবনকালে শিক্ষা ব্যবস্থা ৬৮

নবী-রাসূলগণ নিজেদের কি মনে করতেন? ৬৯

নবী-রাসূলগণ কি গায়েব জানতেন? ৭০

কিয়ামতের দিনক্ষণ কি রাসূল ﷺ জানতেন? ৭১

রাসূল ﷺ কি নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারতেন? ৭২

সকল নবী-রাসূলই কি আরবী ভাষী ছিলেন? ৭৩

নবী-রাসূলের সংখ্যা কতো? ৭৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল বিষয়ের শিক্ষক ৭৫

আল্লাহর রাসূল ﷺ কী মারা যাননি? ৭৬

আল্লাহর নবী কি সর্বত্র বিরাজ করতে পারেন? ৭৯

নবী করীম ﷺ কি কিছু ভুলে যেতেন? ৭৯

কুরআন কি সকল মানুষের বুঝার জন্য অবতীর্ণ হয়নি? ৮২

হাত থেকে কুরআন পড়ে গেলে ৮৪

কুরআনের আইন সেকেলে ৮৪

অমুসলিমকে কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর পড়তে দেয়া ৮৬

শোকরানা সাজদা বলতে কি বুঝায়? ৮৭

সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে	৮৭
অনুতপ্ত অপরাধী এবং আল্লাহর ক্ষমা	৮৮
ইমামের কাতার সোজা করার নির্দেশ দেয়া	৯১
ইমাম কখন নামায শুরু করবেন	৯২
যোহরের ফরজের পূর্বে দুই রাকয়াত নামায	৯২
কাযা নামায বলে কিছু নেই	৯৩
নামাযের পর কপালে হাত দেয়া	৯৪
ইশার সময় ইফতার করা	৯৪
এক ওয়াক্ত নামায অনাদায়ে কল্পিত শাস্তি	৯৭
সে ব্যক্তি কি মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন?	৯৯
ঐ কিতাবে বর্ণিত কাহিনীসমূহ কি সত্য?	৯৯
তার ফরজ গোসলের প্রয়োজন হয়নি	১০০
মৃত মানুষ সম্পর্কে কল্প-কাহিনী	১০১
কবর-জগতের দৃশ্য দেখতে পাওয়া	১০২
নারীর লোভে চল্লিশ বছর রাত-জাগরণ	১০৪
স্বামী শুধু নামায পড়ে, তাকে পাশে পাই না	১০৫
নামাযে পুরুষ-নারীর পার্থক্য	১০৭
ফরজ সালাতের সালাম ফিরিয়ে উঠে যাওয়া	১০৮
রোযা পালন ও নামায আদায় করা গুনাহ্	১০৯

রোযা অবস্থায় ভুল করে কিছু আহার করলে ১০৯

রোযা রেখে ইচ্ছাকৃত বমি করা ১১০

তিন জুমুয়া আদায় না করলে মুসলিম থাকবে না ১১০

জুমুয়ার দিনে বাসায় বসে খুৎবা শোনা ১১১

ভেজা চুলে নামায আদায় করা ১১২

মনে মনে নামায আদায় করা ১১২

মসজিদে পার্থিব বিষয়াদি সম্পর্কিত আলোচনা ১১৪

ইট বালি সিমেন্ট ও টাইলস্ দ্বারা মিম্বার তৈরী ১১৫

চার মাযহাব মানা ফরয? ১১৬

মাযহাবের ইমাম ভুল করতে পারেন না ১১৮

'মুতাওয়াতির' ও 'আহাদ হাদীস' শব্দদ্বয়ের অর্থ ১১৯

'রিয়া' বলতে কি বুঝায় ও এর অর্থ কি? ১১৯

কাফির, মুশরিক, কুফরী, ফাসিক ও ফাসেদের অর্থ ১২১

ইবলীস ও শয়তান শব্দের অর্থ ১২২

ইবলীস কখনোই ফেরেশতা ছিলো না ১২২

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে? ১২৩

পুরুষ-নারীর সাওয়াবে পার্থক্য ১২৫

অমুসলিমদের শিশুগণ কি কাফির? ১২৬

অন্যায়কারীর পক্ষে যুক্তি তর্ক পেশ করা ১২৭

আপনজন ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন আদর্শের অনুসারী হলে	১২৭
পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করার অর্থ কি?	১২৮
মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই	১২৯
বানানো কথা হাদীস বলে চালানো	১৩১
প্রত্যেক মুসলিমকেই কি জ্ঞানের জগতে পন্ডিত হতে হবে?	১৩২
অজ্ঞতা এবং ইসলাম পাশাপাশি অবস্থান করে না	১৩৩
পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা	১৩৪
বিভিন্ন দিবস পালন সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি?	১৩৬
ইসালে সাওয়াব, কুলখানী, চল্লিশা ও ওরশ	১৩৭
মৃতের জন্যে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা	১৩৯
মৃতের জন্যে অর্থের বিনিময়ে কুরআন খতম করা	১৩৯
আনুষ্ঠানিকভাবে দান-সাদাকা করা	১৪০
কবর পাকা করে স্মৃতিচিহ্ন রাখা	১৪১
মাজারে আবেদন নিবেদন পেশ করা	১৪২
সাওয়াবের আশায় মাজারে মোমবাতি জ্বালানো	১৪৫
মৃত্যু থেকে পলায়ন করার অর্থ	১৪৬
অকাল মৃত্যু বলে কিছু নেই	১৪৭
মৃত্যু কামনা করা	১৪৮
মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাওবা করা	১৪৮

প্রকৃত তাওবা বলতে কি বুঝায়? ১৫০

স্বামীর মৃত্যুর পরও সাজ-সজ্জা ১৫২

মাওলানা সাহেবরা কেন তাদের জানাযা পড়ান? ১৫২

পর্দা বিরোধী নারীর মৃত্যুর পর পর্দা কেনো? ১৫৩

যার পীর নেই তার পীর ইবলীস শয়তান ১৫৩

পীর সাহেব হাশরের দিন সুপারিশ করবেন ১৫৪

পীরের দরবারে দান করলে বিপদ দূর হয় ১৫৬

পীরের শেখানো যিক্‌র ১৫৯

মুরিদগণ পীর সাহেবকে সাজদা করে ১৬০

স্বপ্নে পাওয়া ইসলাম ১৬৩

পীর সাহেবের কাশ্‌ফ, ইলহাম ও বাশারাত ১৬৪

তাবিজ ব্যবহার কি অনুমোদনযোগ্য? ১৬৫

আপনি কেনো তাবিজ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করেন? ১৬৭

ঝাড়-ফুঁক করা যাবে কি? ১৬৮

গর্ভ ভাড়া নিয়ে সন্তানের জন্ম দেয়া ১৭০

পালক সন্তানকে নিজের সন্তান বলে দাবী করা ১৭১

মাতৃ দুধ বিক্রি করা ১৭৩

বাড়ীর সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণে বেশী খরচ করা ১৭৪

জানাযার পর দু'হাত তুলে দোয়া ১৭৫

দোয়ার আদবসমূহ ১৭৬

দোয়া কবুলের পূর্ব শর্ত ১৭৮

মুনাজাত বলতে কি বুঝায়? ১৭৮

ফিরআউনের স্বৈরশাসন প্রলম্বিত হবার কারণ ১৮২

ফিরআউন শব্দের অর্থ কি? ১৮৪

ফিরআউন কি শেষ পর্যন্ত ঈমান এনেছিলো? ১৮৫

কবরে ফিরআউন কেমন আছে? ১৮৭

স্বৈরশাসক ফিরআউনের নেতৃত্বে জাহান্নামে যাবে ১৮৭

মৃত্যুকালে ইসলামের অনুসারীদের সুসংবাদ ১৮৮

মৃত্যুকালে অপরাধীরা অবকাশ চায় ১৮৯

ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতিকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ১৯০

পেশা হিসেবে মূর্তি, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি নির্মাণ ১৯১

জাতিয় 'হিরো'দের স্মৃতি রক্ষায় ভাস্কর্য নির্মাণ ১৯২

শিশুদের মূর্তি নিয়ে খেলা ১৯৪

ঘরের দেয়ালে কোনো ছবি অঙ্কন করা ১৯৫

ছবি এ্যালবামে স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করা ১৯৭

আগুনের প্রতি স্যালুট দেয়া ১৯৭

ইসলামের দৃষ্টিতে খেলাধুলা ১৯৮

ষাঁড় বা মোরগের লড়াই ২০০

রেসলিং বা বক্সিং খেলা ২০১
মেয়েদের খেলা-ধুলা ২০১
Tatto বা উল্কি অঙ্কন করা ২০১
ঘন বা চওড়া ভ্রু উপড়িয়ে ফেলা ২০২
সাহাবীর স্ত্রীর হাতে উল্কি ছিলো ২০৩
দাড়ি-চুলে কালো রঙের খেজাব ২০৩
অতিথিদের মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা ২০৫
আলেমদের কথা কিভাবে যাচাই করবো? ২০৭
প্রস্রাবের পর বিচিত্র অঙ্গি ভঙ্গি করা ২০৮
ইসলামী বিধানে কিছুটা পরিবর্তন করো ২০৯
শক্তি প্রয়োগে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন ২১২
সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-ধর্মান্ধতা বনাম ইসলাম ২১৩
পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর ২২০
সৃষ্টির সংখ্যা নাকি ১৮ হাজার? ২২১
অমুসলিমের মৃত্যু সংবাদে অভিশাপ দেয়া ২২১
ক্লোনিং পদ্ধতিতে মানুষের জন্ম ২২২
যুগের স্রোতে ভেসে চলা বুদ্ধিমানের কাজ ২২৪
ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করা ২২৭
হকদারের হক আদায় না করার পরিণতি ২২৯

কবরে ও লাশের কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো ২৩১

পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণ ২৩২

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত অনুসরণ করা ২৩৩

জ্ঞান চর্চা ও সমরশক্তিই নেতৃত্ব লাভের নিয়ামক ২৩৫

অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহণ করা ২৩৮

বাধ্য হয়ে হারাম খাদ্য গ্রহণ করা ২৩৯

ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত নেয়া যাবে কি? ২৩৯

কমিউনিটি সেন্টারে খাওয়া কি জায়েয? ২৪০

প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাহায্য করা ২৪০

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পড়ানো হচ্ছে? ২৪১

প্রাণভিক্ষা চাওয়া ও প্রাণভিক্ষা দেয়া ২৪২

মাওলানারা কিভাবে যালিম শাসকের পক্ষে থাকে? ২৪৫

ড্রেসিং মেশিনের হাঁস-মুরগীর গোশ্‌ত কি হালাল ২৪৭

ব্যঙ্গাত্মক ছবি অঙ্কন ও নাম বিকৃত করা ২৪৭

প্রচার মাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ ২৪৮

ইসলামী আদর্শ বিরোধী দলকে সাহায্য করা ২৫০

হারাম খাদ্য ভক্ষণ করেছি, এখন করণীয় কি? ২৫০

হারাম খাদ্য বিস্‌মিল্লাহ বলে খাওয়া ২৫১

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যৌনালাপ কি জ্বিনা? ২৫১

নির্বাচনে কাকে ভোট দেবেন?	২৫৩
কোথায় হবে আখিরাতের ময়দান?	২৫৬
আরাফাতের ময়দানই কি হাশরের ময়দান হবে?	২৫৮
মুমিনের অন্তর আল্লাহর আরশ্	২৫৮
গিফ্‌ট পাবার উদ্দেশ্যে আকীকা দেয়া	২৫৮
ঈমানের কি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে?	২৫৯
কবীরা গুনাহ্‌কারী কাফির	২৬০
স্ত্রীর বোনের সাথে দৈহিক সম্পর্ক করা	২৬০
আবেদনময়ী পোশাকের বিনিময়ে চাকরী	২৬১
একটি সুন্নাত জিন্দা করার বিনিময়ে ১০০ শহীদের সাওয়াব	২৬২
রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নাস্তিকদের সাহায্য করা	২৬৩
অমুসলিমের দেব-দেবীদের গালি দেয়া	২৬৪
দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন	২৬৫
আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী	২৬৯
দাম্ভিক-অহঙ্কারীগণ পশুর থেকেও নিকৃষ্ট	২৭০
ঈমান এনেছি, এ কথা বলাই কি যথেষ্ট?	২৭২
বিকৃতি দেখে উলামায়ে কেরামের নীরবতা	২৭৩
ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার	২৭৬
ধর্ম যার যার উৎসব সবার	২৭৮

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে নাগরিক বৈষম্য	২৮০
ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন আদর্শের অনুসরণ	২৮২
মুসলিম কি ঈমান শূন্য হতে পারে?	২৮২
ইয়া আলী-ইয়া জীলানী বলে যিক্‌র করা যাবে কি?	২৮৯
ওসিলা দিয়ে দোয়া করা যাবে কি?	২৯১
মাযারে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ও ফলমূল দেয়া	২৯১
কালেমা পড়লেই কি মুসলিম হওয়া যায়?	২৯২
তাগূত বলতে কি বুঝায়?	২৯৩
মাতৃগর্ভের সন্তান সম্পর্কে কেউ জানে না	২৯৫
পাপমুক্ত থাকার জন্যে পীরকে কি স্মরণ করা যাবে?	২৯৭
সতর্ককারী না পাঠিয়ে কেনো জাহান্নামে দেয়া হবে?	২৯৯
অমুসলিমদের সৎকর্মের বিনিময়	৩০১
গরীব হিন্দু মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করা যাবে কি?	৩০৪
সাহাবায়ে কেরামের মতো মানুষ আর দেখা যাবে কি?	৩০৫
কিছু সংখ্যক সাহাবী কি জাহান্নামে যাবে?	৩০৭
কবর দেখলে কি বলতে হবে?	৩১০
মৃত্যু সংবাদ কি প্রচার করা যাবে?	৩১১
অমুসলিমের লাশ দেখলে কি দাঁড়াতে হবে?	৩১৩
বিদ'আতের সংজ্ঞা জানতে চাই	৩১৪

সাওয়াবের কাজ বিদ‘আত হবে কেনো? ৩১৭
দুনিয়া পূজারী আলেমরাই বিদ‘আতের সূচনা করে ৩১৯
অমুসলিমদের কি উপহার দেয়া যাবে? ৩২১
অমুসলিম পিতামাতার অধিকার ৩২৩
শিশুকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করা যাবে কি? ৩২৪
আমার স্ত্রী অধিক সন্তান চায় না ৩২৫
কথার মধ্যে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা ৩২৭
মৃত পিতামাতার অধিকার ৩২৮
ক্ষমতাধর লোকজনের যা ইচ্ছে তা করার ক্ষমতা ৩২৯
মাসজিদ-মাদ্রাসা কমিটিতে ভিন্ন আদর্শের অনুসারী ৩৩৪
সৃষ্ট সকল কিছুই মুসলিম ৩৩৬
ঈমানহীন সৎকর্মের বিনিময় কী? ৩৪০
ইসলামী দলের বিরোধিতা ৩৪২
কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্ব লক্ষণ ৩৪৪
মানুষের চিরন্তন ভবিষ্যৎ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল? ৩৪৮

প্রথম খন্ড সমাপ্ত

আল্লাহ্ তায়ালা কি সর্বত্র বিরাজমান?

প্রশ্ন ঃ আমরা বহু সংখ্যক আলেমের মুখে শুনি, আল্লাহ সকল স্থানেই আছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ সম্পর্কে কুরআন কি বলে?

উত্তর ঃ আল কুরআন বলে, আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়াতায়ালা অস্তিত্বগত বা সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন, কিন্তু তাঁর অসীম ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর জ্ঞান, তাঁর দেখার-শোনার, ক্ষমতা প্রয়োগ করার, জানার ইত্যাদি ক্ষমতা সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু তিনি সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন। মহান আল্লাহ সবথেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, তিনি তাঁর সৃষ্ট বান্দাকে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য একাধিকবার তাগিদ দিয়েছেন। বান্দা তাঁকে সালাতের মাধ্যমে সাজদা দেবে, এ জন্য শর্তারোপ করা হয়েছে বান্দার দেহ, পরিধেয় বস্ত্র ও সাজদার স্থান পবিত্র হতে হবে।

সেই মহাপবিত্র সত্তা মহান আল্লাহ কি অপবিত্র স্থানে সত্তাগতভাবে বিরাজ করতে পারেন? যারা বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তারা কি এ কথা কখনো চিন্তাও করে দেখে না, অপবিত্র স্থানে, মলভান্ডে বা মলমূত্র ত্যাগের স্থানে অথবা ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে কিভাবে তিনি বিরাজ করতে পারেন?

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সসীম ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সসীম ক্ষমতার অধিকারী মানুষের পক্ষে তার স্রষ্টা আল্লাহকে এ পার্থিব জগতে দেখা ও তাঁর সাথে কথা বলাও সম্ভব নয়। তাহলে মানুষ কিভাবে জানবে তার স্রষ্টা আল্লাহ কোথায় আছেন? এ কৌতুহল বান্দার চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে এটি মানুষের স্রষ্টা তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা জানতেন বিধায় তিনি নিজের অবস্থান তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

اَلرَّحۡمٰنُ عَلَى الۡعَرۡشِ اسۡتَوٰى ۞

দয়াময় (আল্লাহ) মহান আরশের ওপর সমাসীন হলেন। (সূরা ত্বাহা-৫)

ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ ۞

এরপর স্বীয় আরশের ওপর আসীন হয়েছেন। (সূরা আল আ'রাফ-৫৪)

এ আয়াতটি বিভিন্ন বিষয় বর্ণনাকালে কুরআনের অনেকগুলো সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো আয়াতে আকাশ বা উর্ধ্ব জগতের কথা

তাঁর জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, মহাসমুদ্রের অতল তলদেশে পাহাড়ের গুহায় শৈবালদামে অণুর আকার যে পতঙ্গ রয়েছে, সেটি যখন ক্ষুধা অনুভব করে তিনি তার ক্ষুধা দূর করার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ বলছেন–

إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۞

তোমাদের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহই, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; সকল বিষয়েই তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। (সূরা ত্বাহা-৯৮)

أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ۞

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। (সূরা আত্ তালাক-১২)

আল্লাহ নিজের হাত-পা ও চোখের কথা বলেছেন

প্রশ্ন ঃ আমি কুরআন অধ্যয়নকালে কতক সূরায় পড়েছি, আল্লাহ তায়ালা নিজের হাত, পা, চোখ, মন এবং চেহারার কথা বলেছেন। তিনি কথা বলেন বলেও কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃত অর্থেই কি আল্লাহর চেহারা, হাত-পা, চোখ-মন আছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আল কুরআনে প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে– যার প্রকৃত অর্থ মহান আল্লাহই ভালো জানেন। তবে মহান নিজের সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার ওপরই ঈমান পোষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। আপনার জ্ঞাতার্থে উক্ত বিষয় সম্পর্কিত কিছু আয়াত এবং হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۞

আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা। (সূরা আল বাক্বারা-১১৫)

কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, উক্ত আয়াতে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, যেদিকেই বান্দা মুখ ফিরাবে সেদিকেই মহান আল্লাহর চেহারা রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সাথে থাকেন, এ কথার অর্থ এটা নয় যে, তিনি সত্তাগতভাবে সাথে থাকেন; বরং তাঁর ক্ষমতা সাথে থাকে। আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তা থেকে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা আল-হাদীদ-৪)

মহান আল্লাহ সত্তাগতভাবে আরশের ওপর রয়েছেন, কিন্তু তাঁর দর্শন ক্ষমতা, শ্রবণ ক্ষমতা, শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ার ক্ষমতা তথা সার্বিক ক্ষমতা সমস্ত সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। যেখানে ইচ্ছে সেখানেই তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

আল্লাহ তায়ালার যারা অনুগত বান্দা, আল্লাহর সন্তুষ্টি তাদের সাথে রয়েছে। আর যারা মহান আল্লাহর মনোনীত জীবনাদর্শ ইসলামের বিপরীত আদর্শের অনুসারী, তাঁর ক্রোধ তাদের সাথে রয়েছে। যখন খুশী তখনই তিনি তাঁর গযব দ্বারা তিনি তাদেরকে গ্রেফতার করবেন।

আল্লাহর যিক্‌র বলতে কি বুঝায়?

প্রশ্ন ঃ পীর সাহেব এবং তাদের অনুসারীদের ওয়ায-মাহফিলে আমরা শুনি, আল্লাহ তায়ালার যিক্‌র করতে হবে। আমি জানতে চাচ্ছি, আল্লাহর যিক্‌র বলতে প্রকৃত অর্থে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ আল্লাহর যিক্‌র বলতে প্রকৃত অর্থে বুঝায় মহান আল্লাহকে অনুক্ষণ স্মরণে রেখে তাঁর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করা। আরবী 'ذكر যিক্‌র' শব্দের বাংলা অর্থ স্মরণ, আল্লাহ তায়ালার যিক্‌র অর্থ তাঁকে স্মরণ করা। আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানব জাতির জন্যে একমাত্র ইসলামকেই জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পছন্দ ও মনোনীত করেছেন। ইসলামী আদর্শ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যিক্‌র, অর্থাৎ মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণকারী

সুতরাং কুরআনের কোন্ আয়াতের কি অর্থ– তা যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনিই তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন। আপনি কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ তায়ালার সত্তাবাচক নাম 'আল্লাহ্' নামের যিক্র-এর সমর্থনে যে তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, উক্ত তিনটি আয়াতের অর্থও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন।

উক্ত আয়াতসমূহের অর্থ যদি 'আল্লাহু আল্লাহু' যিক্র করা হতো, তাহলে রাসূল ﷺ কেনো তা করেননি? কেনো তিনি সাহাবায়ে কেরামকে 'আল্লাহু আল্লাহু' যিক্র করার আদেশ দেননি? যে সকল ব্যক্তিবর্গ উক্ত আয়াতসমূহ 'আল্লাহ্' নামের যিক্র-এর সমর্থনে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে, তারা সঠিক তাৎপর্য না বুঝেও করতে পারে অথবা জেনে বুঝেই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ব্যবহার করে।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' যিকর

প্রশ্ন ঃ আমার বাড়ীর ভাড়াটিয়া ভদ্র লোক প্রতিদিন শেষ রাতে বেশ শব্দ করেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' যিকর করে। কুরআন-হাদীস কি এভাবে যিকর করার নির্দেশ দিয়েছে?

উত্তর ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'– এ কালেমা দ্বারা বর্তমানে যে যিক্র-এর প্রচলন করা হয়েছে, কুরআন-সুন্নাহ্ এভাবে যিকর করার কোনো নির্দেশ দেয়নি। নবী করীম ﷺ তাঁর সমগ্র জীবনকালে কখনোই এভাবে যিক্র করেননি এবং কোনো একজন সাহাবাও প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বনে কখনোই যিক্র করেননি। কিছু সংখ্যক লোক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে যিক্র করার পক্ষে একটি হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন।

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ " اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۞

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, সর্বাধিক উত্তম যিক্র হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং সর্বাধিক উত্তম দোয়া হচ্ছে 'আল হামদুলিল্লাহ্'। (ইবনে মাজাহ্ হা/৩৮০০ তিরমিযী হা/৩৩৮৩)

না। তার কথার সমর্থনে তিনি বেশ কয়েকটি হাদীসও বললেন। আমি একটি বইতে পড়েছি, এসব কথা সঠিক নয় এবং এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো সহীহ না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত বইতে যা পড়েছি তাই সঠিক– না উক্ত বক্তার কথা সঠিক?

উত্তর ঃ অবশ্যই সঠিক নয়। হাদীস হিসেবে প্রচলিত উক্ত কথাটি যারা প্রচার করে থাকে তারা সহীহ, দুর্বল বা মিথ্যা হাদীস যাচাই না করেই কথাটি হাদীসের নামে প্রচার করে থাকে। যারা এ কথার সমর্থনে যেসব হাদীস উল্লেখ করে, হাদীসের গবেষকগণ বলেছেন সে হাদীসগুলোর সনদ সহীহ নয়। হাদীসভিত্তিক গবেষণা পূর্বক যে সকল হাদীস জাল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো একত্রিত করে গ্রন্থ রচিত হয়েছে, 'মুহাম্মাদ ﷺ কে সৃষ্টি করা না হলে কোনো কিছুই সৃষ্টি হতো না' বলে যে সকল হাদীস রয়েছে তা উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ নূরের তৈরী

প্রশ্ন ঃ আমরা ওয়াজ মাহফিলে শুনি কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবীয় সত্তার উর্ধ্বে এক বিশেষ নূরের সৃষ্টি ছিলেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তার দেহ-সৌষ্ঠব কি মৃত্তিকার সার-নির্যাস দ্বারা গঠিত– না বিশেষ নূর দ্বারা গঠিত?

উত্তর ঃ নবী করীম ﷺ এর দেহ মুবারক অবশ্যই মৃত্তিকার সার-নির্যাস দ্বারা গঠিত। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, আমাদের আদি পিতা অর্থাৎ প্রথম মানব হযরত আদম عليه السلام কে মাটি দ্বারা গঠন করা হয়েছিলো এবং তিনিও নবী ছিলেন। পরবর্তীকালে মানব সভ্যতার প্রয়োজনে আল্লাহ্ ছুবহানাহু ওয়াতায়ালা শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত যতো সংখ্যক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন তারা রক্ত-মাংসে গঠিত পূর্ণাঙ্গ মানুষই ছিলেন। তারা পিতামাতার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছেন এবং মানবীয় সকল অনুভূতি তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। তারাও রক্ত-মাংসে গঠিত অন্যান্য মানুষের ন্যায় মানুষ ছিলেন এবং মানবীয় প্রয়োজন তাদের ছিলো। তারা আহত হয়েছেন, বেদনা অনুভব করেছেন, কেঁদেছেন, আহার করেছেন, জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রম দিয়েছেন, ব্যবসা করেছেন, দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে পিতা হয়েছেন, ক্ষতিকর প্রাণীর দ্বারা দংশিত হয়েছেন। অর্থাৎ সাধারণ